আবিদ সাহেবকে ধন্যবাদ এবং কিছু প্রশ্ন

প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ আবদুর রহমান আবিদ সাহেবকে তার সুন্দর, সাবলিল, এবং কিছুটা ভিন্ন স্টাইলে ব্যতিক্রমধর্মী লেখা পাঠকদের উপহার দেওয়ার জন্য। সদালাপ সম্পাদক আমান উল্লাহ সাহেবকেও অনেক ধন্যবাদ সদালাপে ভিন্নধর্মী লেখাগুলো প্রকাশ করার জন্য।

আবিদ সাহেব আস্তিক হয়েও নিজেকে একজন ধর্ম-নিরপেক্ষ (আস্তিক বা নাস্তিক কোনটাই নয়!) মানুষ হিসেবে ধরে নিয়ে যে তথ্যপূর্ণ আর্টিকেলটি লিখেছেন তার জন্য আমি তাকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। আপনার আর্টিকেলটি আমার এক কলিগকে ফরোয়ার্ড করেছিলাম। তার মন্তব্যঃ "Fantastic. The best article I have read so far". বাই দ্য ওয়ে, উনি কিন্তু আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন না বা আপনার আগের আর্টিকেলগুলিও পড়েন নাই। আপনার নাতসেত আর্টিকেলটির উপর উনি তাৎক্ষনিক মন্তব্য করেছেন মাত্র।

আবিদ সাহেব, কিছু মনে করবেন না প্লিজ! আপনার প্রথম দিকের লেখা আর শেষের দিকের লেখার মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আপনি তো বুঝতেছেনই তাছাড়া আমরা পাঠকরাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। কেন? আশা করি, না বোঝার ভান করে আবার উলটো প্রশ্ন করে বসবেন না যেন যে বোঝেন নাই। আমার বিশ্বাস আপনার মধ্যে এ সততা আছে।

যাইহোক, এ খুবই আশার কথা যে আপনাদের মত কিছু মানুষ অনেক দেরিতে হলেও এগিয়ে এসেছেন মানবতার খ্যাতিরে। আপনারা কিছুটা হলেও ভিন্ন ভাবে ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে সমস্যাগুলকে তুলে ধরার চেস্টা করছেন। এটা যদি প্রথম থেকেই হয়ে আসত এবং তার যথাযথ প্রয়োগ হত তাহলে মনে হয় ৯/১১, ৭/৭, ইত্যাদি ঘটনা; বা আল-কায়েদা, বাংলা-ভাই, ইত্যাদি অদ্ভুত সব নামের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও গড়ে উঠত না। তাছাড়া, ইসলাম মানেই সন্ত্রাস, মুসলিম মানেই টেররিস্ট/সন্ত্রাসী, ইত্যাদি সব অপবাদের বোঝাও মনে হয় মুসলমানদের বইতে হতনা। আপনি কি বলেন।

আমি বিশ্বাস করি আপনি একজন সৎ মানুষ এবং সততার সাথেই লিখেন মানবতার ভালর জন্যই। আপনার লেখাগুলোকে প্রশ্নাতীত ধরে নিলেও পারতাম। সেটাই হয়ত ভালো হত। কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন আপনা-আপনিই মনের মধ্যে এসে যায়। কি করব বলুন! প্লিজ, ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না কারন প্রশ্নগুলো আরো অনেকের প্রতিই।

১। আচ্ছা আবিদ সাহেব, আপনার লাতমেত আর্টিকলটি লিখার জন্য নিজেকে "ধর্ম-নিরপেক্ষ" হিসাবে ধরে নিলেন কেন? নিজেকে একজন ধার্মিক হিসাবে ধরে নিয়েও ঠিক একই আর্টিকল লিখতে পারতেন না কি? তা পারলে হয়তো নিজেকে "ধর্ম-নিরপেক্ষ" হিসাবে ধরে নিতেন না, কি বলেন। তার মানে একজন ধার্মিকের চেয়ে একজন ধর্ম-নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে বেশী standard বা supirior মনে করছেন, তাই নয় কি। আমার তো ভাই উলটো ধারনা ছিল যে কোন কিছু সম্বন্ধে সত্য জানতে হলে ধর্ম-নিরপেক্ষ/নাস্তিক থেকে ধার্মিক হতে হবে বুঝি। যাক, আমার বহু দিনের লালিত ভুল ধারনাটি আপনি ভেঙ্গে দিলেন।

২। আপনি নিজেকে শুধু শুধু "ধর্ম-নিরপেক্ষ" হিসাবে ধরে নিয়েও আপনার থেকে যে সত্য বেরিয়ে এসেছে; যারা প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম-নিরপেক্ষ তাদের থেকে কি আরো বেশী সত্য বেরিয়ে আসবে না বলে আপনি এখন মনে করেন। আপনি নিজেকে "ধর্ম-নিরপেক্ষ" হিসাবে ধরে না নিলে কিন্তু আপনার থেকে এই সত্যগুলো বেরিয়ে আসতো না। যদি বলেন আসতো, আমি তাহলে বলব এইভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভান (অন্যভাবে নেবেন না প্লিজ) করার দরকার ছিলনা। ফলে এখন বুঝতেই পারছেন, কারা বেশী সত্য কথা বলার মত moral strength রাখে, ধার্মিকরা নাকি ধর্ম-নিরপেক্ষরা? আপনারই লেখা থেকে তো আমি বুঝলাম, ধর্ম-নিরপেক্ষরা!

৩। আপনি এই আর্টিকলটি লিখার জন্য শুধু ঐ সময়টা "ধর্ম-নিরপেক্ষ" হয়ে আবার আপনার পূর্বের ধর্মে ফিরে গিয়েছেন কি? যদি হ্যাঁ হয়, কেন গিয়েছেন এবং কিভাবে গিয়েছেন? আর ফিরে যাওয়ার আগে আমাদের মত অগনিত সাধারন পাঠকদের কি দিক নির্দেশনা দিয়ে গেলেন। আমরাও কি আপনাকে ফলো করব নাকি ধর্ম-নিরপেক্ষ হিসাবেই থেকে যাব। একটু পরিষ্কার করে বলবেন কি।

৪। আমরা আপনার latest আর্টিকেলে একজন ভিন্ন আবিদ কে দেখেছি। এবং এটা সম্ভব হয়েছে আপনার ধর্ম-নিরপেক্ষ স্ট্যান্ড নেওয়ার জন্যই। আমাদের মত অগণিত সাধারণ পাঠকবৃন্দের অশেষ অনুরোধ আপনি দয়া করে আপনার পূর্বের ধর্মে আর ফিরে যাবেন না, প্লিজ! আমাদের এই নিঃশর্ত অনুরোধটা রাখবেন কি?

৫। আপনি অ্যামেরিকায় বাস না করে যদি বাংলাদেশ/পাকিস্তান/সৌদি-আরবে বাস করতেন তাহলেও কি এই ভাবে এখনও চিন্তা করতেন।

৬। আপনারা যারা মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসার শুরু দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন তারা যদি কিছু দিনের জন্য হলেও সেই মহৎ কার্যক্রম বন্ধ রেখে আল-কায়েদা-টেররিস্ট-খুন-যুদ্ধ-সন্ত্রাস-ধর্ষন-এসিড নিক্ষেপ ইত্তাদির বিরুধ্যে এমনকি লাঠি-সোটা-ঢাল-তলোয়ার সহ প্রচার চালাইতেন তাহলে কেমন হত? আল্লাহ কি তাতে mind করতেন? তাহলে আপনারা তা করছেন না কেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনারা (আপনি নিজে না সেটা সত্য) তো লাঠি-সোটা-ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ঠিকই বের হন।

৭। আপনারা কেহ কেহ ইসলামকে দু-ভাগে ভাগ করে ফেলছেন (না এড়াইতে পেরে হয়ত):

-স্পিচুয়াল ইসলাম (শান্তির ইসলাম) এবং

-পলিটিক্যাল ইসলাম (অশান্তির ইসলাম)।

সেই সাথে নবীজীর কার্যকলাপকেও দু-ভাগে ভাগ করে ফেলছেন:

-নবী হিসাবে কার্যকলাপ এবং

-একজন লিডার হিসাবে কার্যকলাপ।

(কোরান-হাদিস ও কি নবীজীর কার্যকলাপকে এ-ভাবে ভাগ করে???)

নবী হিসাবে কার্যকলাপকে আপনারা বলতে চাইছেন শান্তির ইসলাম।

আর লিডার হিসাবে কার্যকলাপকে হয়তো বলতে চাইছেন অশান্তির ইসলাম! যদিও আপনারা মুখ ফুটে সেটা বলছেন না। কিন্তু আপনাদের ভাগ করা থেকে এটা সহজেই অনুমেয়। তা না হলে আপনারা কেন দু-ভাগে ভাগ করছেন?

আপনারা যেটা করতে চাইছেন সেটা হয়ত নবীজীকে একজন লিডারের আসনে বসাইয়া তার "লিডার হিসাবে কার্যকলাপকে" জাস্টিফাই করার চেস্টা করা।

তা, লিডার হিসেবে নবীজী যে সকল হত্যা কান্ড চালিয়েছেন (আপনি নিরপেক্ষভাবে তা কিছুটা স্বীকারও করেছেন যেটা এর আগে কখনও করেন নাই!!!) সেগুলি কি জাস্টিফাইড? আর দশ জনের মত আপনিও হয়ত বলবেন ঐ হত্যাকান্ডগুলো সেল্ফ-ডিফেন্স ছিল। কিন্তু ইতিহাস থেকে জানা যায় সবগুলো হত্যাকান্ডই সেল্ফ-ডিফেন্স ছিল না। বেশীর ভাগই হয়ত ছিল, কি জানি!

বুশ-ব্লেয়ার ও তো "লিডার হিসাবে" অনেক হত্যাকান্ড চালাইতেছেন সেল্ফ-ডিফেন্স এর নাম করে, সেগুলিও কি জাস্টিফাইড বলে আপনি মনে করেন? কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

আর স্বয়ং আল্লাহ যেখানে নবীজীর পাশে ছিলেন, সেখানে সেল্ফ-ডিফেন্স এর জন্য ঐ আল্লাহর'ই সৃষ্ট (নাকি অন্য কারো???) মানুষকে হত্যা করতে হবে? এ কেমন কথা! আপনার ভেতরের মানুষটা কি সেটা মেনে নেয়! নাকি শুধু মেনে নেওয়ার খ্যাতিরে মেনে নিতেছেন! নবীজীর হাত দিয়ে তার'ই (আল্লাহর) সৃষ্টিকে হত্যা না করাইয়া আল্লাহ যদি নিজ হাতে তাদের হত্যা করত তাহলে নবীজীর উপর এ অপবাদগুলো আসতনা, কি বলেন। আল্লাহ কি নিজেকে কিছুটা সেফ সাইডে রেখেছিলেন যেটা এ যুগের লিডাররা করে থাকে?

কেন আপনার-আমার মত ছুনা-পুঁঠি-পাপীদের গলদঘর্ম ঝরাইতে হয় আল্লাহর'ই পাঠানো শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্পাপ মানুষটিকে ডিফেন্ড করার জন্য? আল্লাহ কেন জেনে-শুনে তার পাঠানো শেষ ধর্মটিতেও এরকম সমালোচনার "room" রেখে দিলেন! অস্বীকার

করতে পারবেন কি যে সমালোচনার কোনই "room" নেই। এ ব্যাপারগুলো কি আপনাদের ভাবায় না!

৮। আপনার **"কোরান ও বিজ্ঞান"** আর্টিকেলে লিখেছেন:

"আমরা কেউ আল্লাহকে দেখিনি, জ্বিন-ফেরেশতাকে দেখিনি, দেখিনি বেহেশত-দোযখও। কেহ যদি বলে সে আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না ..... পৃথিবীর কার সাধ্য তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝানো যে সত্যিই আল্লাহ আছেন, কিম্বা মৃত্যুর পর আছে আর এক জীবন ....."

তার মানে আপনি নিজেই স্বীকার করছেন পৃথিবীর কাররই সাধ্য নাই এগুলি মানুষকে বুঝানো! অর্থাৎ ব্যাপারগুলো কোনভাবেই নিশ্চিত (certain) কিছু না, সম্পূর্ন অন্ধ বিশ্বাস, তাই না। তা আপনারা কোন সাধ্যে এগুলিই আবার মানুষকে বুঝাইতে যান!!! আপনারা আবার কিভাবে জানলেন যে এগুলি সত্যিই আছে! নিজেরা কোন বিষয়ে নিশ্চত না হয়ে মানুষের কাছে তা প্রচার করেন কিভাবে! একি স্ববিরোধীতা নয়। আপনারা কি তাতে uneasy feel করেন না! এই আপনিই কি আপনারই লিখা উপরের কথাটি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের সামনে বলতে পারবেন:

অর্থাৎ, "পৃথিবীর কার সাধ্য **তোমাদেরকে** যুক্তি দিয়ে বুঝানো যে সত্যিই আল্লাহ আছেন, কিম্বা মৃত্যুর পর আছে আর এক জীবন।"

এই আপনিই যখন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাবেন তখন তো শ্রোতাদের সামনে ইনিয়ে-বিনিয়ে ঠিকই বুঝানোর চেস্টা করবেন যে উপরের সবগুলোই আছে! কেন আপনারা তা করেন।

কেন আল্লাহর পাঠানো শ্রেষ্ঠ ধর্মটি নিয়ে, শ্রেষ্ঠ নবী নিয়ে আপনারা পৃথিবীবাসীর কাছে বুক ফুলে দ্বারাতে পারেন না। কেন লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয়। কেনই বা দু-ভাগে ভাগ করে আলাদা ভাবে জাস্টিফাই করতে হয়! কে বা কারা এই ভাগগুলো করবে।

৯। আপনার সন্তানদের সব সময় অশান্তির মধ্যে রেখে দিয়ে আপনি কি নিজে শান্তি পাবেন। মনে হয় না, যদি আপনি দয়ালু পিতা হয়ে থাকেন। তা আল্লাহ মানুষকে এইভাবে চরম নিচরেতানিতয়/অশান্তির মধ্যে রেখে কি খুব সুখে আছে বলে মনে করেন। নাকি আল্লাহর কোন অনুভূতিই নেই! সেটাও তো না। কারন ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় আল্লাহ খুশী হন, রাগ করেন, আবার অভিশাপ ও দেন। তার মানে অনুভূতি তো ঠিকই আছে। একটু ব্যাখ্যা করবেন কি।

১০। আপনি আপনার স্ত্রী-সন্তানদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেও কি কিছু কিছু দায়িত্ব অন্য মানুষের হাতে দিয়ে দেবেন। আমি কিন্তু তা মনে করিনা। যে দায়িত্বগুলো আপনি নিজে পালন করতে পারছেন না কেবল সেগুলিই অন্যের হাতে দিয়ে দেবেন, তাই না। অল-পাওয়ারফুল আল্লাহ কিভাবে তার দায়িত্ব অতি ক্ষুদ্র এবং ভুলপ্রবন মানুষ-জ্বিন-ফেরেশতাদের হাতে দিয়ে দেয়! আর তার ফলাফল তো দেখছেনই! আপনি বিষয়টাকে কিভাবে দেখেন।

প্রশ্নগুলো হয়ত আপনার জন্য বিব্রতকর মনে হতে পারে। প্লিজ, ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না। অথবা, ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা সাধ্যের বাহিরে বলে এড়িয়েও যাবেন না, প্লিজ। আপনি নিঃসন্দেহে একজন জ্ঞানী এবং সচেতন মানুষ। আপনিও নিশ্চয় ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবেন। আশা করব আপনি অন্যভাবে না নিয়ে ব্যাপারগুলো নিয়ে প্রান খুলে আলোচনা করবেন। আমি মনে করি প্রান খুলে কথা বলার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। প্রান খুলে আলোচনা করলে কেহ ছোট হয়ে যায় না। বরং মানুষ তাকে বড়ই ভাবে। ইতোমধ্যে দেখলাম, ঢাকাইয়া আপনার লেখার প্রশংসা করেছেন। আর আমিও ব্যক্তিগতভাবে আপনার লেখাগুলোকে সাপোর্ট করি। যা কিছু মানুষের জন্য তাকে সাপোর্ট করবনা কেন?

অনেক ধন্যবাদ।

রায়হান।